৮. মনোযোগ কাকে বলে ? মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

❑মনোযোগের বৈশিষ্ট্য- (ক) কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া, (খ) বিদোলন ও পরিবর্তনশীলতা, (গ) নির্বাচনধর্মী, (ঘ) চঞ্চলতা, (ঙ) পরিসর, (চ) সংশ্লেষণাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক, (ছ) ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, (জ) সদর্থক ও নঞর্থক দিক

উত্তর কোন একটি বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়াই হল মনোযোগ। মনোযোগ একপ্রকার বৌদ্ধিক ক্রিয়া, মনোযোগের মাধ্যমে অস্পষ্ট বিষয় ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়। মনোযোগের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি নিম্নলিখিত—

❑ **স্টাউটের** (Stout) মতে,— "Attention is conation determining cognition." অর্থাৎ "মানুষের জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার পেছনে যে মানসিক সক্রিয়তা কাজ করে তাই হল মনোযোগ।"

❑ **নাইট এবং নাইট** (Knight and Knight) বলেছেন,— "Attention may be described as the selective activity of consciousness." অর্থাৎ "চেতন মনের নির্বাচনধর্মী প্রক্রিয়াই হল মনোযোগ।"

❑ **রস** (Ross) বলেছেন, "Attention is the process of getting an object of thought clearly before the mind." অর্থাৎ "মনোযোগ হল সেই প্রক্রিয়া যা চিন্তাজগতের কোন বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে মনের সামনে নিয়ে আসে।"

❑ **ম্যাক্‌ডুগাল** (McDougall) এর মতে, "Attention is merely conation or striving considerd from the point of view of its effects on cognitive process." অর্থাৎ, "যে মানসিক সক্রিয়তা আমাদের প্রত্যক্ষণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাই হল মনোযোগ।"

❑ **টিচ্‌নার** (Tichner) এর মতে,— "The psychology of feeling and attention অর্থাৎ "চেতনার যে স্তরে আমরা বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করি তাই হল মনোযোগ।"

❑ **গিলফোর্ডের** (J.P. Guildford) মতানুসারে,— "This process of selection of what one is going to observe goes by the name of attention." অর্থাৎ, "ব্যক্তি যে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করতে চলেছে সেটিকে নির্বাচন করার প্রক্রিয়াই হল মনোযোগ।"

❑ **উডওয়ার্থ** (Woodworth) বলেছেন,— "অনেক উদ্দীপকের মধ্য থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া হল মনোযোগ।"

❑ **রিবোর** (Ribor) এর মতে,— "অনুভূতির প্রকাশমূলক দিকই মনোযোগ।"

❑ **ভুণ্ড** (Wond) এর মতে,— "কোন বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ও বিশদ চেতনাই হল

করে মনোযোগ। ফলে আমরা ঐ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে মনোযোগী হই। সুতরাং মনোযোগ হল নির্বাচনধর্মী প্রক্রিয়া।

(ঘ) চঞ্চলতা : মনোযোগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল চঞ্চলতা। উদ্দীপকের উদ্দীপনা শক্তির ওঠানামাই হল মনোযোগের চঞ্চলতার প্রধান কারণ। যেমন— কানের কাছে হাতঘড়ি ধরলে তার ক্ষীণ টিক্ টিক্ শব্দে শোনা যায়। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে মনোনিবেশ করি তাহলে দেখব ঐ আওয়াজ কখনো শোনা যাচ্ছে আবার কখনও শোনা যাচ্ছে না। এখানে উদ্দীপক সবসময় থাকা সত্ত্বেও কখনও সংবেদন হচ্ছে আবার কখনও হচ্ছে না। তাই উদ্দীপকের শক্তি যত ক্ষীণ হবে ততই মনোযোগের চঞ্চলতা বাড়বে। সুতরাং সংবেদনগত পরিবর্তনশীলতাই হল মনোযোগের চঞ্চলতা।

(ঙ) পরিসর : আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না। আমরা এক সময়ে কয়েকটি মাত্র বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীভূত করতে পারি। ব্যক্তিগত এই সীমাকে বলা হয় মনোযোগের পরিসর। 'ট্যাচিস্টোস্কোপ' (Tachistoscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মনোবিদ্‌গণ মনোযোগের পরিমাপ করেন। সেখানে দেখা যায় মানুষ একসময় বড়জোর ৪-৫টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। যেমন— গাড়ি চালানো।

(চ) সংশ্লেষণাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক : মনোযোগের মাধ্যমে আমরা বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করি। যেমন— কোন একটা গাছের দিকে মনোযোগ দিয়ে ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যেমন মনোযোগী হই তেমনি গাছটাকে সামগ্রিকভাবেও মনোযোগ দিতে পারি। এইভাবে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক একক বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকি।

(ছ) ধারাবাহিক প্রক্রিয়া : মনোযোগ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। তাই মনোযোগকে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলা হয়। যেমন— A, B, C, D এই চারটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে গেলে এগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের মনে হাজির হয়।

(জ) সদর্থক ও নঞর্থক দিক : মনোযোগের দুটি দিক আছে, একটি হল সদর্থক ও অপরটি হল নঞর্থক দিক। যে বিষয়টিকে আমরা নির্বাচন করে মনোযোগ দিই, সেটি সদর্থক দিক এবং যে বিষয়টিকে আমরা বর্জন করি সেটি হল নঞর্থক দিক।

পরিশেষে বলা যায় যে, মনোযোগের মধ্যে উপলব্ধি, অনুভূতি ও কর্মপ্রেরণা এই তিনটি বিষয় থাকে। যা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। মনোযোগের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। যা শিক্ষা প্রক্রিয়ার সামগ্রিক উন্নতি সাধন করছে।

Scanned by CamScanner

মনোযোগ।"

সুতরাং সবশেষে বলা যায় যে, মনোযোগ হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি বিষয়ের উপর আমাদের মনকে নিযুক্ত করি এই উদ্দেশ্যে যে, বিষয়টি সম্পর্কে আমরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ করব।

- **মনোযোগের বৈশিষ্ট্য :**

(ক) কেন্দ্রানুগ প্রক্রিয়া : মনোবিদ্‌দের মতে, চেতনার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা— চেতন (Conscious), অবচেতন (Sub-conscious) এবং অচেতন (Un-conscious) স্তর। বিষয়বস্তু যখন চেতন স্তরে থাকে তখন ব্যক্তি ঐ বিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তবে যখন ব্যক্তি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে চেতন স্তরে অবস্থিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রিভূত করে, তখন ব্যক্তি ঐ বিষয়ের প্রতি মনযোগী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে পড়ান তখন শ্রেণিকক্ষের মধ্যে অনেক বিষয় থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রতি মনোযোগী হয়।

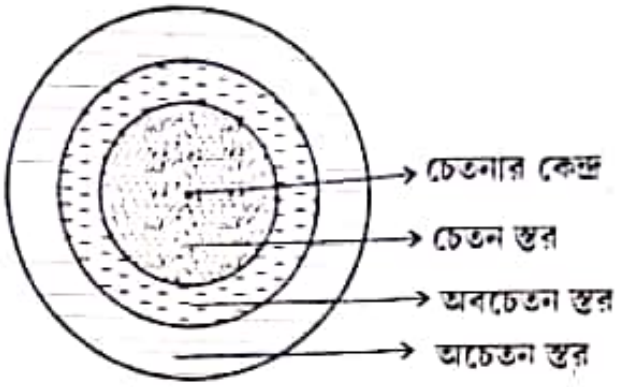

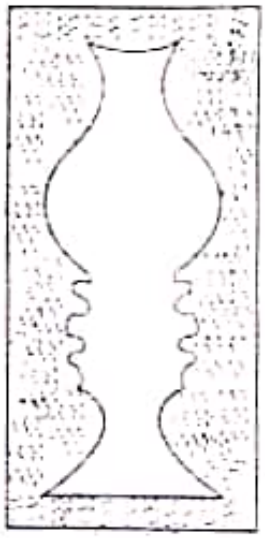

(খ) বিদোলন ও পরিবর্তনশীলতা : ব্যক্তির মনোযোগ কোন একটি বিষয়ের ওপর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মনোবিদ্‌রা তাদের পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করেছেন মানুষের মনোযোগ দুই সেকেণ্ড অন্তর পরিবর্তিত হয়। কখনও কখনও দেখা যায় মানুষের মনোযোগ দুটি সমান শক্তিশালী উদ্দীপকের মধ্যে ঘড়ির কাঁটার দোলকের ন্যায় আসা-যাওয়া করতে থাকে তখন তাকে মনোযোগের বিদোলন বলা হয়। পাশের চিত্রটি প্রথমে দেখলে ফুলদানি মনে হবে কিন্তু গভীরভাবে দেখলে দুটো মানুষের মুখ মনে হবে। এখানে দুটি বিষয়ের মধ্যে মানুষের মনোযোগ আসা-যাওয়া করছে। আবার কখনও দেখা যায় মানুষের মনোযোগ একটি বিষয় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে তাকে বলে মনোযোগের পরিবর্তনশীলতা।

(গ) নির্বাচনধর্মী : মনোযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল নির্বাচনধর্মী অনেকগুলি বিষয়বস্তুর মধ্যে থেকে একটিমাত্র বিশেষ বিষয়কে কোন এক সময় চেতনতার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন

Scanned by CamScanner